বিশ্বাসীর জীবনে পরীক্ষা

(Trials in Believer's Life)

আদিপুস্তক ৩৯ অধ্যায় ৯-২৩ পদ

আমরা হয়ত প্রত্যেকেই শুনেছি, *"ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসেন এবং আপনার জীবনের জন্য তাঁর মহান পরিকল্পনা আছে।"* কিন্তু আমাদের জীবনের জন্য তাঁর যে মহান পরিকল্পনা আছে, সেই পরিকল্পনা কি কেবল সমস্যাহীন ও আরামপ্রদ জীবনের পরিকল্পনা? না, তা নয়। পরিবর্তে, বাইবেল আমাদের জীবনে ঈশ্বরের যে মহান পরিকল্পনার কথা বলে, তা হল, **পাপ ও আমাদের পুরাতন মনুষ্যের প্রতি মৃত্যু এবং সম্পূর্ণ নতুন জীবনে পুনরুত্থান**। তিনি আমাদের এত ভালোবাসেন যে, তিনি আমাদের অপরিবর্তিত রাখতে পারেন না। আর যে পথকে ব্যবহার করে তিনি আমাদের পরিবর্তিত করেন, তা অনেক সময় কঠিন ও কষ্টকর পথ হয়ে থাকে। তথাপি, সেই কঠিন পথ তিনি আমাদের একাকী চলতে দেন না, সেই পথে তিনি আমাদের সঙ্গে থাকেন। আমরা উপলব্ধি করি, তিনি আমাদের যে পথে চলতে দেন, তা দর্গম পথ হলেও, তাঁর অনুগ্রহই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আজ আমরা এই সত্য যোষেফের জীবনে দেখতে চলেছি।

কয়েক সপ্তাহ আগে আমরা আদিপুস্তক থেকে যোষেফ ও তার ভাইদের বিষয় অধ্যয়ন শুরু করেছি। ঈশ্বরের মনোনীত পরিবারে যোষেফ জন্মগ্রহণ করেছে এবং সে তার পিতা যাকোবের মুখাপেক্ষা লাভ করেছে। ছোটবেলা থেকে যোষেফ নিশ্চয়ই তার পিতার কাছ থেকে তার প্রপিতামহ অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কথা শুনেছে যে, তার মাধ্যমে ঈশ্বর এই পৃথিবীর মাটিতে নিজের মনোনীত জাতিকে তৈরী করতে চলেছেন এবং সেই জাতির মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশীর্বাদ পেতে চলেছে (আদি ১২:১-৩)। যোষেফ তার পিতা যাকোবের প্রিয় স্ত্রী রাহেলের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে, পিতা তাকে অন্য সন্তানদের থেকে অন্য চোখে দেখে, সে ছোটবেলা থেকেই তার আদরের দুলাল হয়ে মানুষ হয়েছে। আর সেই পরিবারে অন্য ভাইদের থেকে পিতা যে তাকে আলাদা করে দেখে, তার চূড়ান্ত নিদর্শন ছিল সেই বিশেষ কোট, যা কেবল তাকে তার পিতা উপহার দিয়েছিল। যোষেফের প্রতি পিতার এমন মুখাপেক্ষার পাশাপাশি আমরা আরও দেখেছি, স্বয়ং ঈশ্বর তাকে এমন দুটি স্বপ্ন দেখিয়েছেন, যাদের কেন্দ্রে যোষেফকে স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রথম স্বপ্নে, শস্যছেদনের পর, তার ভাইদের সমস্ত আঁটি তাকে প্রণাম করেছে; এবং দ্বিতীয় স্বপ্নে, সূর্য, চন্দ্র ও ১১টা তারা তাকে প্রণাম করেছে। এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে যোষেফ খুব সহজেই বিশ্বাস করেছে, ঈশ্বর তাকে ভালোবাসেন ও তার জীবনের জন্য তাঁর মহান পরিকল্পনা আছে।

কিন্তু ৩৭ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে আমরা দেখেছি, তার জীবনের জন্য ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনা ভেস্তে যাবার উপক্রম হয়েছে। তার পিতা যখন তাকে মেষ চরানোর মাঠে তার দাদাদের কাছে পাঠায়, তখন তার দাদারা প্রথমে তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে (৩৭:১৮)। এমন সময় মিদীয়নীয় ব্যবসায়ীদের দেখে, তারা তাদের পরিকল্পনা পরিবর্তিত করে ও তাকে হত্যা না করে, অর্থের বিনিময়ে তারা তাদের কাছে বিক্রি করে দেয়। তখন সেই ব্যবসায়ীরা যোষেফকে নিয়ে মিসরে যায় এবং ফরৌণের কর্মচারী রক্ষক-সেনাপতি পোটীফরের কাছে বিক্রি করে (৩৭:৩৬)। এমন ঘটনার প্রেক্ষিতে আমরা যে কথা চিন্তা করতে বাধ্য, তা হল, যোষেফের জীবনে ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনা ধ্বংস হতে চলেছে। যোষেফের প্রতি তার দাদারা যখন এমন আচরণ করেছিল, তখন ঈশ্বর কোথায় ছিলেন? মিসরে নেমে যাবার পথে, কিংবা মিসরে গিয়ে দাসত্বের জীবন যাপন করার সময়, যোষেফ অবশ্যই বারংবার এই প্রশ্ন মনে মনে ঈশ্বরকে করেছিল।

আমাদের মধ্যে যে সাধারণ চিন্তা বর্তমান, তা হল, আমাদের জীবন যখন সমস্যাহীন ও আরামপ্রদ হয়, তখন তা প্রমাণ করে যে, ঈশ্বর আমাদের সহবর্তী। কিন্তু আমাদের জীবন যখন সমস্যাপূর্ণ ও কঠিন হয়, তখন তার অর্থ ঈশ্বর আমাদের ত্যাগ করেছেন। কিন্তু খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের জীবনে সমস্যা বা সাফল্যের উপস্থিতি দিয়ে আমরা কখনও ঈশ্বরের উপস্থিতিকে ব্যাখ্যা করতে পারি না। এই সত্যের পক্ষে আদিপুস্তক

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

৩৯ অধ্যায় জল-জ্যান্ত উদাহরণ। এই অধ্যায়ে আমরা যোষেফকে দাস হিসাবে বিক্রি হতে, দাসত্বের জীবন যাপন করতে ও মিথ্যা অপরাধে দোষীকৃত হয়ে কারাগারে যেতে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু পাশাপাশি আরও দেখতে পাচ্ছি যে, এই অধ্যায়ে, ৪ বার একই কথা বলা হয়েছে, ***"সদাপ্রভু যোষেফের সহবর্তী ছিলেন"*** (২, ৩, ২১, ২৩ পদ)। কেবল সুখের দিনে নয়, কিন্তু দুঃখের দিনেও আমাদের ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

ঈশ্বরই যোষেফকে মিসরে নিয়ে গেছেন, এবং মিসরীয়দের মাঝে তিনি যোষেফকে আশীর্বাদের আকর করে, অব্রাহামের প্রতি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে চলেছেন: ***"যখন থেকে পোটীফর যোষেফকে নিজের বাড়ীর ও সর্বস্বের অধ্যক্ষ করল, তখন থেকে সদাপ্রভু যোষেফের অনুরোধে সেই মিসরীয় ব্যক্তির বাড়ীর প্রতি আশীর্বাদ করলেন; বাড়ীতে ও ক্ষেতে স্থিত সমস্ত সম্পদের প্রতি সদাপ্রভুর আশীর্বাদ বর্ষিত হল"*** (৫ পদ)। কেবল তাই-ই নয়, পোটীফরও এই আশীর্বাদ লাভের পেছনে প্রকৃত কারণকে উপলব্ধি করতে পেরেছে: ***"সদাপ্রভু যোষেফের সহবর্তী আছেন, এবং যোষেফ যা কিছু করে, সদাপ্রভু তার হাতে তা সফল করছেন, এটা তার প্রভু (পোটীফর) দেখল"*** (৩ পদ)। আমাদের জীবনেও কি একই ধরণের সাক্ষ্য আছে?

ক। যোষেফের উত্থান ও পতন: পোটীফরের বাড়ীতে যোষেফের পদোন্নতি ঘটল। ৪ পদে বলা হয়েছে, ***"যোষেফ পোটীফরের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেল, সে তার পরিচারক হল, সে যোষেফকে নিজের বাড়ীর অধ্যক্ষ করে তার হাতে নিজের সমস্ত বিষয় সমর্পণ করল।"*** মিসরে যোষেফের প্রতি এতদূর পর্যন্ত যা ঘটেছে, তা সাধারণ চিন্তাধারা মেনেই ঘটেছে। কারণ, আমাদের মধ্যে যে সাধারণ চিন্তা বর্তমান, তা হল: *'ঈশ্বরের সেবা কর, তাহলে সবই সঠিক পথে এগোবে। কেবল তুমি নও, কিন্তু তোমার চারপাশের সকলে আশীর্বাদ পাবে। তোমাকে যদি কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেও হয়, সেই পরীক্ষা বেশিদিনের জন্য নয়, পরিবর্তে তা সুসমাচার প্রচারের সুযোগ করে দেবে। তুমি অসুস্থ হতে পার, কিন্তু ঈশ্বর তোমাকে সুস্থ করবেন এবং আরও সুস্বাস্থ্য দেবেন। একটা সম্পর্ক ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু আরও অনেক নতুন সম্পর্ক তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।'* এটাই কি ঈশ্বরের সহবর্তীতার অর্থ নয়?

কিন্তু যোষেফের কাহিনী আমাদের কাছে অন্য বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। পোটীফরের বাড়ীতে যোষেফ বেশিদিন সুখ ভোগ করতে পারল না। একই অধ্যায়ের ২০ পদে আমরা দেখতে পাই, মিসরের কারাগারে যোষেফের ঠাঁই হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, নিজের কোনও অনৈতিক আচরণের জন্য যে তার এমন পরিণতি হয়েছে, তা নয়; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বস্ত বাধ্যতা, যা তার উন্নতির আপেক্ষিক কারণ ছিল, তাই-ই তার পতনের কারণ হয়েছে।

কীভাবে তা ঘটেছিল, তা আমাদের সকলেরই জানা। ৬ পদের শেষাংশে বলা হয়েছে, ***"যোষেফ রূপবান ও সুন্দর ছিল।"*** আমরা যোষেফের মাতামহ সারা ও মা রাহেলের সৌন্দর্যের কথা পাঠ করেছি। যোষেফের মধ্যে তারই ছাপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। যাইহোক, পোটীফরের স্ত্রী যখন যোষেফকে দেখল (৭ পদ), তখন তার মধ্যে তাকে পাবার ইচ্ছা প্রবল হল। এখন, কর্তার স্ত্রী হওয়ায়, সে তাদের ক্রীতদাস যোষেফকে আদেশ করল, ***"আমার সঙ্গে শয়ন কর"*** (৭ পদ)। এটা কোনও অনুরোধ নয়, এটা ছিল আদেশ বা দাবী। বাড়ীর অন্য সমস্ত কাজ করতে সে যেমন যোষেফকে আদেশ করত, তাদেরই ন্যায় এটা ছিল একটা আদেশ। কারণ সে ছিল কর্তী, আর যোষেফ ছিল তার ক্রীতদাস। এই পরীক্ষাকে আমরা সেই সমস্ত পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করতে পারি, যখন কর্মক্ষেত্রে আমাদের মালিক আমাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোনও কাজ করতে বাধ্য করেন, নতুবা পরিণাম ভোগ করতে বাধ্য করেন (রবিবারে কাজ করতে বাধ্য করে, সুরাপান করতে বাধ্য করে, কর ফাঁকি দিতে বাধ্য করে, ইত্যাদি)।

সেই পরিস্থিতিতে, যোষেফ এমন যুক্তিসঙ্গত চিন্তা করতে পারত যে, সেই পাপের সঙ্গে আপোষ করা ছাড়া তার কাছে অন্য কোনও পথ খোলা নেই। এখন, সেই পরিস্থিতিতে নিজেকে বাঁচানোর সবথেকে সহজ পথ ছিল, কর্তীর ইচ্ছানুসারে কাজ করা। তা না করলে, কী পরিণাম হতে পারে, তা যোষেফ ভালো করেই জানত। (আজকের দিনেও একই ভাবে আমরা জানি,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

আমাদের চাকরি চলে যাবে, আমাদের পদোন্নতি হবে না, ইত্যাদি)। তথাপি, যোষেফ কিন্তু পাপের সঙ্গে আপোষ করেনি। পোটীফরের স্ত্রীকে যোষেফ বোঝাবার চেষ্টা করেছে, *"এই বাড়ীতে আমার থেকে বড়ো আর কেউ নেই, তিনি সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কেবল আপনাকে আমার অধীনা করেননি, কারণ আপনি তাঁর স্ত্রী। আমি এমন দষ্কর্ম করতে পারি না ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করতে পারি না"* (৯ পদ)।

ঈশ্বরের কথা বলে যোষেফ যে সত্য তুলে ধরেছে, তা হল, যোষেফ জানে যে এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও ঈশ্বর তার সহবর্তী। বাস্তব জগতের প্রতিকূলতার দোহাই দিয়ে যোষেফ ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাসকে কম্বল চাপা দেয়নি। পরিবর্তে, যোষেফ সেই মুহূর্তে যে দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করেছে, তা হল, **ঈশ্বরকে দুঃখ দিয়ে সে কি তার মালিকের স্ত্রীকে খুশি করবে**, না কি, **মালিকের স্ত্রীর অবাধ্য হয়ে সে ঈশ্বরকে খুশি করবে**? যোষেফ সঠিক পছন্দই করেছিল, কেবল এক-দুইবার নয়, কিন্তু বার বার। কারণ, ১০ পদে বলা হয়েছে, *"সে দিন দিন যোষেফকে সেই কথা বললেও, যোষেফ তার সঙ্গে শয়ন করতে কিংবা সঙ্গে থাকতে তার কথায় সম্মত হত না।"*

খ। যোষেফের সাফল্যের চাবিকাঠি: আমরা যখন এর থেকে অনেক ছোট পরীক্ষায় পতিত হই, তখন যোষেফ কীভাবে এমন পরীক্ষায় জয় পেয়েছিল? আবার, আমরা হয়ত দু-একবার শয়তানের প্রলোভনের প্রতি না বলতে পারি, কিন্তু শয়তানের ক্রমশ প্রলোভনের কাছে আমরা পরাজিত হই। কিন্তু যোষেফের ক্ষেত্রে তা হয়নি, কেন? প্রলোভনের পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকতে, যোষেফ নিশ্চয়ই সমস্ত চেষ্টা চালিয়েছিল। যাতে পোটীফরের স্ত্রীর সঙ্গে তাকে একা থাকতে না হয়, তার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এমন প্রচেষ্টা কেবল বাহ্যিক হেতুকে দূরে রাখতে পারে, হৃদয়ের ইচ্ছাকে দমন করতে পারে না। তাই, আমরা যত সাবধান হই না কেন, এক না এক দিন প্রলোভন আমাদের দরজায় কড়া নাড়বে। তখন যদি আমরা আমাদের হৃদয়কে রক্ষা করতে না পারি, আমরা সেই পরীক্ষায় পতিত হতে বাধ্য হব। হিতোপদেশ ৪:২৩ পদে তাই আমাদের বলা হয়েছে, *"সমস্ত রক্ষণীয় অপেক্ষা তোমার হৃদয় রক্ষা কর, কারণ তা থেকে জীবনের উদ্গম হয়।"*

যোষেফ তার হৃদয়কে রক্ষা করতে পেরেছিল, কারণ অবৈধ পথে যৌন অভিলাষ পূর্ণ করা অথবা কষ্টকে এড়ানো নয়, কিন্তু ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করাই ছিল যোষেফের হৃদয়ের প্রকৃত ইচ্ছা। আমাদের প্রতিও একই কথা প্রযোজ্য। **আমাদের চারপাশের কঠিন পরিস্থিতি আমাদের পাপ করায় না, কিংবা আমাদের মন্দ বন্ধুরাও আমাদের পাপ করায় না, আমাদের হৃদয়ই আমাদেরকে পাপ করতে বাধ্য করে; কারণ, সেই হৃদয় ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার চেয়ে অন্য বিষয় পেতে চায়**। তাই, যাকোব লিখেছে, *"তোমাদের মধ্যে কোথা থেকে যুদ্ধ ও কোথা থেকে বিবাদ উৎপন্ন হয়? তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে সকল সুখাভিলাষ যুদ্ধ করে, সেই সকল থেকে কি নয়?"* (যাকোব ৪:১)। আমাদের পরিবেশ বা পরিস্থিতি প্রকৃত সমস্যা নয়, কিন্তু প্রকৃত সমস্যা হল: আমরা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার থেকে নিজেদের বেশি সন্তুষ্ট করতে চাই। আমাদের জীবনে ঈশ্বর প্রথম ও প্রধান নন, আমি এবং আমার সুখই হল প্রথম ও প্রধান বিষয়। যোষেফ যদি ঈশ্বরকে ভালোবাসার থেকে নিজের নিরাপত্তা, আরাম, এবং পোটীফরের বাড়ীতে নিজের পদমর্যাদাকে বেশি মূল্য দিত, তাহলে যোষেফ পোটীফরের স্ত্রীর মন্দ ইচ্ছা চরিতার্থ করতে, তথা পাপের সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হত। বিষয়টা এতটাই সহজ।

পাপের কাছে আত্মসমর্পণ যখন এতটাই সহজ, তখন কিন্তু সেই পাপকে বাধাদান সম্পূর্ণ পৃথক কাহিনী। আর যেহেতু আমাদের সেই পাপে পতন পরিবেশ বা পরিস্থিতির উপর নয় কিন্তু আমাদের হৃদয়ের উপর নির্ভর করে, সেইহেতু পাপকে বাধা দিতে হলে কেবল প্রলোভন থেকে দূরে থাকলে হবে না, আমাদের হৃদয়ের পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু এই হৃদয়ের পরিবর্তন হল এমন একটি বিষয়, যা আমরা নিজেরা করতে পারি না। আমাদেরকে নতুন হৃদয় ও নতুন ইচ্ছা পেতে হবে। পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলের ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় যে, নিখুঁত বিধানের অধিকার ও ঈশ্বরের দ্বারা উদ্ধার লাভের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও ইস্রায়েল কিন্তু পাপকে বাধা দিতে পারেনি। তাদের প্রয়োজন ছিল নতুন হৃদয়ের (যিরমিয় ৩১:৩৩; যিহিষ্কেল ৩৬:২৬)। তাই, যে চূড়ান্ত কারণে যোষেফ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পাপকে বাধা দিতে পেরেছিল, তা হল, ঈশ্বরের কাজ। যে ঈশ্বর যোষেফের সহবর্তী হওয়ায় পোটীফরের গৃহে সমস্ত বিষয় আশীর্বাদযুক্ত হয়েছিল (২, ৩ ৫ পদ), সেই ঈশ্বরের সহবর্তীতায় যোষেফ এমন কথা বলতে পেরেছিল, *"আমি এই মহা দুষ্কর্ম করতে পারি না, আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করতে পারি না"* (৯ পদ)। ঈশ্বরই এই চিন্তা যোষেফকে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরই আপন সার্বভৌমত্বে যোষেফকে প্রলোভনের মুখোমুখি করেছেন, এবং সেই প্রলোভনের উপর জয় দিয়েছেন।

গ। যোষেফের বিরুদ্ধে অভিযোগ: যোষেফ যদিও প্রলোভন থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু তার দ্বারা সমস্যার সমাধান হয়নি। দিন দিন যোষেফ একই পরীক্ষায় পড়েছে। অবশেষে পোটীফরের স্ত্রী শেষ চেষ্টা চালিয়েছে। সে একা যোষেফকে পেয়েছে, যেষেফের কাপড় ধরে টেনেছে এবং যোষেফকে তার সঙ্গে শয়ন করতে আদেশ করেছে (১২ পদ)। এমন পরীক্ষার উপর জয়লাভ করার একটাই পথ ছিল, আর তা হল, পালানো। যোষেফ তাই-ই করেছে, কিন্তু তার কাপড় পোটীফরের স্ত্রীর হাতে থেকে গেছে (১৩ পদ)। এর আগে তার কোট নিয়ে যেমন তার দাদারা তাকে বিপাকে ফেলেছিল, এখানেও তার কাপড় নিয়ে পোটীফরের স্ত্রী তাকে বিপাকে ফেলল।

এখন, পোটীফরের স্ত্রী যখন যোষেফের বিরুদ্ধে তার স্বামীর কাছে মিথ্যা নালিশ করল, তখন পোটীফর খুব কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল। কারণ, সে কী করবে? সে কি **একজন ক্রীতদাসের পক্ষ হয়ে তার স্ত্রীকে মিথ্যবাদী প্রতিপন্ন করবে**, না কি, **যোষেফকে দোষী সাব্যস্ত করবে?** সে যোষেফকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিল। আমরা জানি যে, সেই সময় ক্রীতদাস হয়ে নিজের কর্তীর উপর বলাৎকার করতে চেষ্টা করার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু আমরা যোষেফকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে নয়, কিন্তু রাজকর্মচারীদের জন্য বিশেষ যে জেল ছিল সেখানে যেতে দেখতে পাচ্ছি। এর থেকে ধরা যেতে পারে যে, পোটীফর তার স্ত্রীর মুখে যোষেফের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কথা শুনেছিল, তা সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করেনি।

এখন সেই জেলে যোষেফের মনে যে প্রশ্ন বার বার উঁকি মেরেছিল, তা হল, ঈশ্বর কি তাকে পরিত্যাগ করেছেন? যদিও সে পাপকে বাধা দিয়েছে, তথাপি সে অন্যায় ও অবিচারের শিকার হয়েছে; তার ঠিক প্রয়োজনের সময় ঈশ্বর তাকে সাহায্য করেননি। এখন, এমন চিন্তার পেছনে যে মনোভাব কাজ করে, তা হল, আমরা যদি সঠিক জীবন যাপন করি, তাহলে ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর সুনজর দিতে বাধ্য; আমরা যা চাই, তা তিনি আমাদের দিতে বাধ্য। কিন্তু এই চিন্তার বিপরীতে যখন কোনও ঘটনা ঘটে, তখন আমরা চটে যাই, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করি। এখানে আমাদের একটি সত্য উপলব্ধি করতে হবে, আর তা হল, **আমরা যদি ঈশ্বরের বাধ্য হবার প্রতিদানে 'কিছু' লাভ করতে আকাঙ্ক্ষা করি, তাহলে বুঝতে সেই 'কিছু' আমাদের হৃদয়কে নিয়ন্ত্রিত করছে, ঈশ্বর করছেন না**। আমরা দশমাংশ দানের প্রতিদানে ব্যবসায়ে লাভ আশা করতে পারি, কিংবা উপাসনায় যোগদানের প্রতিদানে সুস্বাস্থ্য আশা করতে পারি। অর্থাৎ, আমরা তাঁর বাক্যের প্রতি বাধ্যতার জীবন যাপন করি, কিন্তু তা তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়; পরিবর্তে, তাঁকে ব্যবহার করে নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে। আমরা আমাদের হৃদয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে কেবল তখন দেখতে পাই, যখন তিনি আমাদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ করা থেকে দূরে থাকেন। ফলস্বরূপ, আমরা অপব্যয়ী পুত্রের দৃষ্টান্তে বড়ো ছেলের ন্যায় চটে যাই (লূক ১৫:২৫-৩২)।

ঘ। ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্ণ কাজ: কিন্তু জেলে গিয়ে আমরা যোষেফকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখি না। পরিবর্তে, আমরা যা দেখি, তা হল যোষেফ সেখানেও উপলব্ধি করেছে যে ঈশ্বর তার সহবর্তী (২১ পদ)। যদিও ঈশ্বর সেখানে তার সঙ্গে ফরৌণের কর্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটাবেন, যা যোষেফকে শেষ পর্যন্ত মিসরের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করবে, দুর্ভিক্ষের হাত থেকে তার পরিবারের সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীকে রক্ষা করবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে যোষেফ তার কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তথাপি যোষেফ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ প্রকাশ করেনি।

অন্যদিকে, ৩৮ অধ্যায়ে যিহূদা যখন কত সহজে তামরের সঙ্গে ব্যভিচার করেছে (৩৮:১৪-১৮), তখন যোষেফ কত কঠিন পরিস্থিতিতেও আত্ম-সংযমী

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

হয়েছে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, যোষেফ ঈশ্বরের বাধ্য হওয়ায় ঈশ্বর তার সহবর্তী ছিলেন, আর যিহূদা প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণ করায় ঈশ্বর তার জীবনে অনুপস্থিত ছিলেন। না, তা সত্য নয়। ঈশ্বর যেমন যোষেফের মাধ্যমে, ঠিক একই ভাবে, যিহূদার মাধ্যমেও কাজ করে চলেছেন। কারণ, তিনি যা ঘৃণা করেন, এমন কাজকেও পর্যন্ত ব্যবহার করে, তাঁর সার্বভৌমত্বে তিনি যা ভলোবাসেন, তা পূর্ণ করতে সক্ষম। ১করিন্থীয় ১০:১৩ পদের ***(মানুষ যা সহ্য করতে পারে, তা ছাড়া অন্য পরীক্ষা তোমাদের প্রতি ঘটেনি; আর ঈশ্বর বিশ্বাস্য, তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটতে দেবেন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষার পথও করে দেবেন, যেন তোমরা সহ্য করতে পার।)*** উদাহরণ হিসাবে তিনি যোষেফকে ব্যবহার করেছেন; আবার ২করিন্থীয় ১২:৯ পদের ***(তিনি আমাকে বলেছেন, আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট; কারণ আমার শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধি পায়। অতএব আমি বরং অতিশয় আনন্দের সঙ্গে নানা দুর্বলতায় শ্লাঘা করব, যেন খ্রীস্টের শক্তি আমার উপরে অবস্থিতি করে।)*** উদাহরণ হিসাবে তিনি যিহূদাকে ব্যবহার করেছেন। আমাদের পাপ আমাদের নত-নম্র করে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহকে আঁকড়ে ধরতে উৎসাহিত করে।

আমাদের জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহ কতখানি প্রয়োজন, তা আমরা তখন উপলব্ধি করি, যখন আমরা প্রলোভনের কাছে আত্ম-সমর্পণ করি। আমরা যে ধার্মিকতা নিজেরা কখনও অর্জন করতে পারি না, তা আমাদের তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে। এই সত্যও যোষেফের কাহিনী আমাদের কাছে প্রকাশ করে। কারণ যোষেফের চরিত্র শেষপর্যন্ত যীশুকেই নির্দেশ করে। যীশু, যোষেফের থেকে অনেক কঠিক প্রলোভনের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তাতে কেবল জয়ী হননি, কিন্তু নিষ্পাপ ছিলেন। তাই, আমরা যখন প্রলোভনের মুখোমুখি হই, তখন আমাদের যে বিষয় চিন্তা করার প্রয়োজন আছে, তা হল, যীশু আমাদের পরিবর্তে কী করেছেন। **যোষেফের কঠিন মুহূর্তে ঈশ্বর যদিও তার সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু যীশু যখন ক্রুশে মারা যান, তিনি তখন তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন, যেন তিনি সর্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন**। ক্রুশের উপর তিনি আমাদের পাপের শাস্তি গ্রহণ করেছেন, আমাদের পাপের সমস্ত দেনা শোধ করেছেন; এবং পরিবর্তে আমাদের তাঁর নিখুঁত ধার্মিকতা প্রদান করেছেন।

তাই, আমরা যখন যোষেফের মতো অন্ধকারের পথ অতিক্রম করি, তখন তার অর্থ এই নয় যে, তিনি আমাদের উপর চটে গেছেন বা আমাদের পরিত্যাগ করেছেন। পরিবর্তে, তিনি তার দ্বারা আমাদের পাপের প্রতি মরতে (রোমীয় ৬:১১) শিক্ষা দিচ্ছেন। এমনকী, আমরা যখন পতিত হই, তখনও যেন আমরা তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা পেতে তাঁর কাছে ছুটে যাই। কারণ, তিনি সর্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন ও তিনি কখনও আমাদের পরিত্যাগ করবেন না (ইব্রীয় ১৩:৫)। আর তাই, আমাদের জীবনে যতই পরীক্ষা বা প্রলোভন আসুক না কেন, আমরা নিশ্চিত জানব যে, সার্বভৌম ঈশ্বর তার দ্বারা আমাদের মঙ্গল ও নিজের গৌরব সাধন করতে চলেছেন (রোমীয় ৮:২৮)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com